

বক্তৃতা ১

ভূমিকা

লেখকচারণার বিষয়বস্তু:

সমস্ত বাইবেল প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে এবং তাঁর অনুগ্রহের সুসমাচারের মধ্যে দিয়ে পরিব্রাণের বার্তা প্রকাশ করে। খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরের এই প্রকাশের উদ্ঘাটন পুরাতন ও নতুন নিয়মে উদ্ধারের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে খুঁজে বের করতে পারি।

পাঠ্য অংশ:

“পরে তিনি মোশি হইতে ও সমুদয় ভাববাদী হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় শাস্ত্রে তাঁহার নিজের বিষয়ে যে সকল কথা আছে, তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন...পরে তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে আমি তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলাম, আমার সেই বাক্য এই, মোশির ব্যবস্থায় ও ভাববাদিগণের গ্রন্থে এবং গীতসংহিতায় আমার বিষয়ে যাহা যাহা লিখিত আছে, সে সকল অবশ্য পূর্ণ হইবে” (লুক ২৪:২৭,৪৪)।

বক্তৃতা ১ -এর অনুলিপি

কীভাবে আমরা পুরাতন নিয়ম ব্যাখ্যা করি ও প্রচার করি? কীভাবে পুরাতন নিয়ম নতুন নিয়মের সাথে সম্পর্কিত? এবং আরও নির্দিষ্টভাবে, কীভাবে পুরাতন নিয়ম খ্রীষ্ট এবং তাঁর উদ্ধারের বার্তা ও সুসমাচারের সাথে সম্পর্কিত? সাম্প্রতিক খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীদের কাছে পুরাতন নিয়মের কী প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে? এবং কোন-কোন প্রধান ধারণাগুলি সম্পূর্ণ পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের মধ্যে আমরা দেখতে পাই, এবং কীভাবে সেইগুলি বর্তমানে আমাদের প্রতি প্রযোজ্য? এই পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য হল আপনাকে বাইবেলের গভীর উপলব্ধি সহকারে সুসজ্জিত করা এবং ঈশ্বরের একটি সম্পূর্ণ তত্ত্ব প্রদান করা, যেমনটি তিনি শাস্ত্রের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। তাই, আপনি যদি ঈশ্বরকে আরও ভালো ভাবে জানতে চান এবং আপনি যদি শাস্ত্রের বার্তাটিকে আরও ভালো ভাবে আপনার আয়ত্তে আনতে চান, তাহলে এই লেকচারগুলি আপনার জন্য উপকৃত হবে।

এই পাঠ্যক্রমটি একটি ভূমিকামূলক, সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু এর উদ্দেশ্য হল আপনাকে একটি ভিত্তি প্রদান করা যার উপর আপনি বাইবেল সম্পর্কিত উচ্চ শিক্ষা নেওয়ার সময়ে নিজেকে গড়ে তুলতে পারেন। আপনি একজন ব্যক্তিকে দিনের পর দিন ধরে মাছ দিয়ে যেতে পারেন, অথবা আপনি তাকে মাছ ধরার জন্য কিছু সরঞ্জাম দিতে পারেন ও তাকে মাছ ধরতে শেখাতে পারেন। এই পাঠ্যক্রমটি আপনাকে সেই সকল সরঞ্জামগুলি ও প্রশিক্ষণ প্রদান করবে যে কীভাবে আপনি নিজে শাস্ত্রের ঈশ্বরতত্ত্বগুলি অধ্যয়ন করতে পারবেন। আজীবন এই অনুধাবনের জন্য আপনাকে নিজেকে সমর্পিত ও অঙ্গীকারবদ্ধ করতে হবে। কিন্তু ভিত্তিমূল স্থাপন শুরু করার আগে, আমি আপনাকে একটি নির্দিষ্ট উদাহরণ দিতে চাই যে কীভাবে এই পাঠ্যক্রমটি আপনাকে সাহায্য করতে পারে। ১ রাজাবলি ১০ অধ্যায়ে, এবং এর সমান্তরাল অংশ, ২ বংশাবলি ৯ অধ্যায়ে, শিবা রাণী নামক একজন মহান সম্রাটের কথা পড়ি, যিনি এক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে শলোমন রাজার সাক্ষাৎকার নিতে এসেছিলেন। এই সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত বিষয়গুলি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। কিন্তু এই কাহিনী থেকে আমরা কী লাভ করতে পারি? এই কাহিনীটিকে বাইবেলের মধ্যে রাখার ঈশ্বরের কী উদ্দেশ্য ছিল? কীভাবে আমরা এর অর্থটিকে বুঝতে পারি, এবং কীভাবে এটি বর্তমানে আমাদের সাথে সম্পর্কস্থাপন করে? এই প্রকারের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করাই হল এই ক্লাসের লক্ষ্য। ১ রাজাবলি ১০ অধ্যায় থেকে এই প্রশ্নটি আপনার মনের মধ্যে কিছুক্ষণ ধরে রাখুন। আমরা ফিরে এসে প্রথম লেকচারের শেষে এই প্রশ্নটির উত্তর প্রদান করবো।

বাইবেলীয় ঈশ্বরতত্ত্বের উপর এই পাঠ্যক্রমটির উদ্দেশ্য ও প্রসার আরও ভালো ভাবে উপলব্ধি করার জন্য আমাদের কিছু শব্দ ও পরিভাষাগুলিকে সংজ্ঞায়িত করার দ্বারা শুরু করতে হবে। এই পাঠ্যক্রমের মধ্যে কী কী রয়েছে? আসুন, সবার

প্রথমে, আমরা “ঈশ্বরতত্ত্ব” শব্দটিকে বিবেচনা করি (এর অর্থ কী?) এবং তারপর “বাইবেলীয়” শব্দটির তাৎপর্য লক্ষ্য করবো, এবং তারপর এই দুটো শব্দকে একসঙ্গে রেখে এই পাঠ্যক্রমের প্রেক্ষাপটে অর্থ বের করার চেষ্টা করবো। তাই, সবার প্রথম, “ঈশ্বরতত্ত্ব” শব্দটি দেখি। সবচেয়ে সরল অর্থে, এর সংজ্ঞা হল ঈশ্বরের তত্ত্বকে অধ্যয়ন করা। এটি এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেয়: ঈশ্বর কে? এবং তিনি আপনার জন্য কী করেছেন? আপনি হয়তো নিজের মনেই ভাবছেন, “এটা কি প্রয়োজন?” এই তত্ত্ব লাভ করা কি অপরিহার্য?” একজন লেখক এই ভাবে লিখেছেন, “ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করার সময়ে যে বিষয়টি আপনার মনের মধ্যে আসে, সেটাই হল আপনার বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব”। ঈশ্বরের মহিমা প্রদর্শনের বিষয়টি বিবেচনা করুন। ঈশ্বর প্রধানত তাঁর নিজের মহিমা নিয়ে চিন্তা করেন, এবং তিনি তাঁর মহিমাকে মানবজাতির কাছে প্রকাশ করার বিষয়ে তৃপ্ত। বাইবেল ভিত্তিক খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস হল ঈশ্বরকে মহিমা দিত করা, ঈশ্বর কেন্দ্রিক একটি ধর্মীয় বিশ্বাস। সবকিছুর কেন্দ্রস্থলে রয়েছে ঈশ্বরের মহিমা।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও তার ইতিহাসের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য হল আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টির বিবরণ থেকে শুরু করে, ঈশ্বরের মহিমাকে প্রদর্শন করা, যার বিষয়ে গীতরচক লিখেছেন, “আকাশমণ্ডল ঈশ্বরের গৌরব বর্ণনা করে” (গীত ১৯:১)। সুতরাং, আদিপুস্তকের সূচনা থেকে শুরু করে, প্রকাশিত বাক্য ২১:২৩ পদে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তিম পর্যায় পর্যন্ত, যেখানে আমরা পড়ি, “আর সেই নগরে দীপ্তিদানার্থে সূর্যের বা চন্দ্রের কিছু প্রয়োজন নাই; কারণ ঈশ্বরের প্রতাপ তাহা আলোকময় করে, এবং মেঘশাবক তাহার প্রদীপস্বরূপ”। মানুষ অস্তিত্বে রয়েছে ঈশ্বরের মহিমা করার জন্য।

ওয়েস্টমিনিস্টার শর্তার ক্যাটেকিসম -এর প্রথম প্রশ্নটি মানুষের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যটিকে ব্যাখ্যা করে। এটি বলে, “মানুষের প্রধান গন্তব্য কী? মানুষের প্রধান গন্তব্য হল ঈশ্বরের মহিমা করা ও চিরকাল ধরে তাঁকে উপভোগ করা”। বাইবেলে উদ্ধারের সমস্ত ইতিহাস জুড়ে, ঈশ্বর তাঁর লোকেদের কাছে তাঁর মহিমাকে উদ্ঘাটন করেন, যা খ্রীষ্টের প্রথম আবির্ভাবে সমাপ্তি লাভ করে, এবং দেখবো যে এর পরেও আর কী কী আছে। সমস্ত পৃথিবীতে সর্বপ্রথম প্রাধান্য হল ঈশ্বরকে জানা, এবং ঈশ্বর স্বয়ং এই কথাটি বলেছেন। যিরমিয় ভাববাদীর কথাটি শুনুন, “সদাপ্রভু এই কথা কহেন, জ্ঞানবান্ আপন জ্ঞানের শ্লাঘা না করুক, বিক্রমী আপন বিক্রমের শ্লাঘা না করুক, ধনবান্ আপন ধনের শ্লাঘা না করুক। কিন্তু যে ব্যক্তি শ্লাঘা করে, সে এই বিষয়ের শ্লাঘা করুক যে, সে বুঝিতে পারে ও আমার এই পরিচয় পাইয়াছে যে, আমি সদাপ্রভু পৃথিবীতে দয়া, বিচার ও ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করি, কারণ ঐ সকলে প্রীত, ইহা সদাপ্রভু কহেন” (যিরমিয় ৯:২৩-২৪)। তাই, এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার হল ঈশ্বরকে জানা। এটাই হল প্রত্যেক প্রকৃত বিশ্বাসীর সবচেয়ে বড় ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা। আমরা এটি সমস্ত শাস্ত্র জুড়ে লক্ষ্য করে থাকি।

আমি আপনাকে একটি উদাহরণ দিতে চাই। আপনি যদি মোশির উদাহরণটি দেখেন, মোশি কী বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, “ভাল, আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তবে বিনয় করি, আমি যেন তোমাকে জানিয়া তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাই, এই জন্য আমাকে তোমার পথ সকল জ্ঞাত কর; এবং এই জাতি যে তোমার প্রজা, ইহা বিবেচনা কর” (যাত্রাপুস্তক ৩৩:১৩)। এর পরেও তিনি বলেছেন, “তখন তিনি কহিলেন, বিনয় করি, তুমি আমাকে তোমার প্রতাপ দেখিতে দেও” (যাত্রাপুস্তক ৩৩:১৮)। আমরা একই বিষয়ে পরবর্তী সময়ে দায়ুদের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করি। তার একটি গীতসংহিতায় তিনি বলেছেন, “সদাপ্রভুর কাছে আমি একটা বিষয় যাচ্ছগ করিয়াছি, তাহারই অশ্বেষণ করিব, যেন জীবনের সমুদয় দিন সদাপ্রভুর গৃহে বাস করি”, কেন? “সদাপ্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিবার ও তাঁহার মন্দিরে অনুসন্ধান করিবার জন্য” (গীত ২৭:৪)। আপনি যদি সরাসরি নতুন নিয়মে চলে জান, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট একই ধরণের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, “আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ, তাঁহাকে, যীশু খ্রীষ্টকে, জানিতে পায়”। এই কথাটি রয়েছে যোহন ১৭:৩ পদে। অবশেষে, নতুন নিয়মে সাধু পৌলের কথাগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন। তিনি আমাদেরকে তার আবেগ সম্বন্ধে বলেছেন। তিনি বলেছেন, “আর বাস্তবিক আমার প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রযুক্ত আমি সকলই ক্ষতি বলিয়া গণ্য করিতেছি; তাঁহার নিমিত্ত সমস্তেরই ক্ষতি সহ্য করিয়াছি, এবং তাহা মলবৎ গণ্য করিতেছি” (ফিলিপীয় ৩:৮)। তিনি আরও বলেন, “যেন আমি তাঁহাকে, তাঁহার পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাঁহার দুঃখভোগের সহভাগিতা জানিতে পারি, এইরূপে তাঁহার মৃত্যুর সমরূপ হই” (ফিলিপীয় ৩:১০)। সুতরাং, ঈশ্বরকে জানতে পারা হল আমাদের সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার।

আমাদেরকে এটাও বুঝতে হবে যে খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে ঈশ্বরের তত্ত্ব প্রকাশ করা হয়েছে। খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের সম্পূর্ণ ও অন্তিম প্রকাশ। বাইবেল খ্রীষ্টকে সেই একমাত্র ব্যক্তি হিসেবে দর্শায় যিনি “অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি” (কলসীয় ১:১৫) এবং, অন্যান্য স্থানে, “ইনি তাঁহার প্রতাপের প্রভা ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক, এবং আপন পরাক্রমের বাক্যে সমুদয়ের ধারণকর্তা হইয়া পাপ ধৌত করিয়া উর্দ্ধলোকে মহিমার দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন” (ইব্রীয় ১:৩)। তাই, ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের তত্ত্বজ্ঞান খ্রীষ্টের জীবন ও কাজের মধ্যে তাঁর প্রকাশের সাথে জড়িত। তাই, ঈশ্বর-কেন্দ্রিক হওয়ার অর্থ হল খ্রীষ্ট-কেন্দ্রিক হওয়া। যোহন বলেছেন, “আর সেই বাক্য মাৎসে মূর্তমান হইলেন, এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলেন, আর আমরা তাঁহার মহিমা দেখিলাম, যেমন পিতা হইতে আগত একজাতের মহিমা; তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ” (যোহন ১:১৪)। তিনি আরও বলেছেন, “ঈশ্বরকে কেহ কখনও দেখে নাই; একজাত পুত্র, যিনি পিতার ক্রোড়ে থাকেন, তিনিই [তাঁহাকে] প্রকাশ করিয়াছেন” (পদ ১৮)। কিছুক্ষণের মধ্যেই, আমরা আরও বেশি করে খ্রীষ্টের তত্ত্বজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করবো এবং কোথায় তা পাওয়া যায়, কিন্তু আমরা এটাও লক্ষ্য করবো যে ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানের কিছু ব্যবহারিক পরিণতি রয়েছে। খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরের এই তত্ত্বজ্ঞান কোন পুঁথিগত

অথবা শুধুমাত্র একটি বুদ্ধিগত তত্ত্ব নয়। এর ব্যবহারিক পরিণতি রয়েছে। যেমন ১৭ শতাব্দীর ডাচ রিফরমড ঈশ্বরতত্ত্ববিদ, পেট্রাস ভান ম্যাস্ট্রিচ বলেছেন, “ঈশ্বরতত্ত্ব হল খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের জন্য জীবনযাপন করার একটি তত্ত্বজ্ঞান”। যখন খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীরা বিশ্বাসে খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের মহিমার দিকে দৃষ্টিপাত করে, সেই দৃশ্যটি সেই ব্যক্তিটিকে খ্রীষ্টের রূপে রূপান্তরিত করে। পৌল বলেছেন, “কিন্তু আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজ দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত করিতে করিতে তেজ হইতে তেজ পর্যন্ত যেমন প্রভু হইতে, আত্মা হইতে হইয়া থাকে, তেমনি সেই মূর্তিতে স্বরূপান্তরীকৃত হইতেছি” (২ করিন্থীয় ৩:১৮)। আপনি একই ধরণের বিষয় ১ যোহন ৩:২-৩ পদে দেখতে পাবেন।

সুতরাং, ঈশ্বরতত্ত্ব, ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান, সহজাতভাবে ব্যবহারিক। এটি সুসমাচারের ফল, সুসমাচারের পবিত্রতার ফল, প্রতিটি বিশ্বাসীর জীবনে উৎপন্ন করে। সর্বোপরি, এটি আমাদের মহিমাময় ঈশ্বরের আরাধনা করতে পরিচালিত করে। তাঁকে দেখা এবং জানা, হল সর্বোপরি ভাবে তাঁর আরাধনা করা। তাই, ঈশ্বরতত্ত্ব বলতে আমরা কী বুঝি এবং কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে আমরা প্রথমে কিছু শিখি। কিন্তু তারপরে, দ্বিতীয়ত, আসুন একসাথে “বাইবেলীয়” শব্দটি বিবেচনা করি। আমাদের পাঠ্যক্রমের শিরোনাম হল “বাইবেলীয় ঈশ্বরতত্ত্ব”। বাইবেল ঈশ্বরের এই তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করে। সুতরাং, আমরা জানি যে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন, কিন্তু তিনি শাস্ত্রের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেন। বাইবেল হল ঈশ্বর সম্পর্কে ঈশ্বরের পুস্তক। এটি নিজের সম্পর্কে ঈশ্বরের পুস্তক। ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান এবং তাঁর পরিচারণার ব্যবস্থা ঈশ্বরের কাছ থেকে মানুষের সাথে যোগাযোগের উপর নির্ভর করে, যাকে আমরা “প্রকাশ” বলি। “প্রকাশ” মানে উন্মোচন করা, কোন কিছু উদ্ঘাটন করা। বাইবেল হারিয়ে যাওয়া মানবজাতির কাছে ঈশ্বরের নিজের তত্ত্বজ্ঞানের উন্মোচন করেন। এটি অবশ্যই, সুসমাচার, ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলনের পথের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ফলস্বরূপ, এই পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য কেন্দ্র হল বাইবেল অধ্যয়নের উপর। বাইবেলের ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব রয়েছে কারণ এর লেখক হলেন স্বয়ং ঈশ্বর, পবিত্র আত্মা, যেমনটি আমরা ২ তীমথিয় ৩:১৬ পদে দেখি। তাই, পবিত্র শাস্ত্রের সমস্ত ৬৬টি বইয়ের প্রতিটি শব্দ সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত, যার কোনও অংশই কোন ক্রটি থাকতে পারে না, এবং আমাদেরকে একটি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদান করে যে ঈশ্বর কে এবং তিনি তাঁর লোকেদের পরিচারণা নিশ্চিত করার জন্য কী করেছেন। যখন আমরা পড়ি যে কীভাবে এই উদ্ধার উদ্ঘাটন হয়েছে, তখন আমরা এই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির ঈশ্বরের নিজস্ব নির্ভুল প্রকাশ সম্বন্ধে পড়ছি, কিন্তু এর অর্থ আমাদের সম্পূর্ণ বাইবেল জানতে হবে। ঈশ্বর কে তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ প্রকাশ পাওয়ার জন্য আমাদের সম্পূর্ণ বাইবেলের প্রয়োজন। বাইবেল আদিপুস্তক থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত একটি অবিভাজ্য বইতে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ, একীভূত বার্তা উপস্থাপন করে। এটি এক এবং একমাত্র পরিচারা, যীশু খ্রীষ্টের সম্পর্কে এক গৌরবময় কাহিনীর মধ্যে দিয়ে এক ঈশ্বর, পরিচারণার একমাত্র উপায়, ঈশ্বরের এক জাতি, এই সমস্ত কিছু উপস্থাপন করে। তাই, সম্পূর্ণ বাইবেলটি হল খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের শাস্ত্র।

সম্ভবত আপনি জানেন যে বাইবেল শুরু হয় পুরাতন নিয়ম দিয়ে। বর্তমানে কিছু লোক আছে যারা মনে করে যে খ্রীষ্ট ও পরিচারণার বিষয়ে জানতে গেলে শুধুমাত্র নতুন নিয়ম জানাটাই যথেষ্ট। তারা হয়তো জানে যে পুরাতন নিয়ম কি বলে, কিন্তু তারা হয়তো জানে না যে এটি খ্রীষ্ট এবং সুসমাচারে কতটা পূর্ণ। আমাদের সম্পূর্ণ বাইবেল প্রয়োজন কারণ পুরাতন নিয়ম ছাড়া আমাদের কাছে খ্রীষ্টের অসম্পূর্ণ জ্ঞান থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ, বাস্তবে গীতসংহিতা পুস্তকে আমরা ত্রুশের উপর খ্রীষ্টের নিজের অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি শিখি। আমরা মথি, মার্ক, লুক এবং যোহনের পুস্তকের চেয়ে গীতসংহিতায় এটি সম্পর্কে আরও বেশি শিখি। সর্বোপরি, বাইবেলের ছাড় ভাগের তিন ভাগ হল পুরাতন নিয়ম। ঈশ্বর শাস্ত্রে যা প্রদান করেছেন তার তিন চতুর্থাংশ ছাড়া কেউ বেঁচে থাকতে পারে না। পুরাতন নিয়ম প্রয়োজন নতুন নিয়ম বোঝার জন্য, কারণ নতুন নিয়ম সমস্ত কিছু পুনরাবৃত্তি করতে পারে না এবং করে না যা ইতিমধ্যে পুরাতন নিয়মে পাওয়া যায়। সুতরাং, পুরাতন নিয়মকে সঠিকভাবে বোঝা আমাদের নতুন নিয়মকে ভুল বোঝার থেকে বাধা দেয়।

বাস্তবে, নতুন নিয়মে যখন কোন শাস্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে, তখন সেটা অধিকাংশ সময়ে পুরাতন নিয়মের দিকে উল্লেখ করে। পুরাতন নিয়ম ছিল সেই বাইবেল যা খ্রীষ্ট স্বয়ং এবং প্রথম শতাব্দীর খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীরা, উভয় পড়তেন, মুখস্থ করতেন ও অধ্যয়ন করতেন, আর পরবর্তী সময়ে ঈশ্বর নতুন নিয়মকে এই শাস্ত্রের সাথে জুড়েছেন। যখন পৌল তীমথিয়কে বলেছিলেন, “আরও জান, তুমি শিশুকাল অবধি পবিত্র শাস্ত্রকলাপ জ্ঞাত আছ, সে সকল খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাস দ্বারা তোমাকে পরিচারণার নিমিত্ত জ্ঞানবান করিতে পারে” (২ তীমথিয় ৩:১৫), পুরাতন নিয়মের মধ্যে দিয়ে তীমথিয় খ্রীষ্টকে ও তাঁর পরিচারণা সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলেন। নতুন নিয়মকে বুঝতে পারার জন্য পুরাতন নিয়মের তত্ত্বজ্ঞান অপরিহার্য। নতুন নিয়ম অনুমান করে – এবং আপনি যদি করেন, তাহলে এটি পুরাতন নিয়মের উপর গড়ে ওঠে – পুরাতন নিয়মে খুঁজে পাওয়া সমস্ত বিষয়বস্তু, ও ভাষা ও শিক্ষাতত্ত্ব ও নীতি, এবং তার সাথে-সাথে সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে। সুতরাং, নতুন নিয়ম পড়ার সময়ে, এটি কোন অবাধ হওয়ার বিষয় নয় যে এটি আমাদের প্রায়ই মনে করিয়ে দেয়, ও দেখিয়ে দেয় পুরাতন নিয়মকে। কিন্তু একইভাবে, আমাদের নতুন নিয়মের প্রয়োজন যদি আমরা সঠিক ভাবে পুরাতন নিয়মের ব্যাখ্যা করতে চাই। তাই, যখন আমরা পুরাতন নিয়ম পড়ি তখন আমরা এটি সম্পূর্ণ রূপে নতুন নিয়মকে পূর্ণ করার আলোকে দেখে থাকি। এর গুরুত্ব আরও বেশি স্পষ্ট হবে যখন আমরা একসঙ্গে অধ্যয়ন করবো।

সম্পূর্ণ বাইবেল প্রয়োজন, এবং সম্পূর্ণ বাইবেল আমাদেরকে খ্রীষ্টেতে পরিব্রাণের তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করে, উভয় পুরাতন ও নতুন নিয়ম, আদিপুস্তক থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত। অবশ্যই, সুসমাচার হল খ্রীষ্ট এবং ঈশ্বরের সাথে তাঁর লোকদের পুনর্মিলিত করার জন্য তিনি কী করেছেন, সেটির সুসংবাদ। উদাহরণ স্বরূপ, এটিকে আমরা সারাংশিত হতে দেখি হাইডেলবারগ ক্যাটেকিসম, প্রভুর দিন ১ এবং প্রশ্ন ২-তে, যেখানে লেখা আছে, “কতগুলি বিষয় তোমার জন্য জানার প্রয়োজন আছে, যাতে তুমি এই আরাম উপভোগ করতে পারো, এবং আনন্দের সাথে জীবনযাপন করতে ও মারা যেতে পারো?” এর উত্তর হল, “তিনটি, প্রথমত, আমার পাপ ও অসহায়তা কতটা বিশাল; দ্বিতীয়, কীভাবে আমি আমার পাপ ও অসহায়তা থেকে উদ্ধার পেতে পারি; তৃতীয়, এই প্রকারের উদ্ধার পাওয়ার জন্য কীভাবে আমি ঈশ্বরের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে পারি।” সম্পূর্ণ বাইবেলের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে সুসমাচার, উভয় পুরাতন ও নতুন নিয়মে। পৌল দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, “কিন্তু আমরা ক্রুশে হত খ্রীষ্টকে প্রচার করি...যিনি ঈশ্বরেরই পরাক্রম ও ঈশ্বরেরই জ্ঞানস্বরূপ।” প্রেরিত পৌল সম্পূর্ণ বাইবেল থেকে খ্রীষ্ট ও তাঁর কাজ সম্বন্ধে প্রচার করেছিলেন।

এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ যোহন ১৪, ১৫, এবং ১৬ অধ্যায়ে, আমরা শিখি যে পবিত্র আত্মার পরিচর্যা হল খ্রীষ্টের বিষয়গুলি নিয়ে আমাদের কাছে প্রকাশ করা। পবিত্র আত্মার ভূমিকা হল পুত্রকে মহিমাম্বিত করা, এবং তাই আমাদেরকে সম্পূর্ণ ভাবে আগ্রহী থাকতে হবে, আমাদেরকে উভয় পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের মধ্যে দিয়ে খ্রীষ্ট ও তাঁর কাজ সম্বন্ধে প্রচার করার বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। নতুন নিয়ম আমাদের শেখায় যে পুরাতন নিয়মের শাস্ত্র হল ঈশ্বরের বাক্য খ্রীষ্ট ও তাঁর সুসমাচার সম্বন্ধে। পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রে খ্রীষ্টের সাক্ষ্যকে শুনুন। তিনি বলেছেন, “তোমরা শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া থাক, কারণ তোমরা মনে করিয়া থাক যে, তাহাতেই তোমাদের অনন্ত জীবন রহিয়াছে; আর তাহাই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়” (যোহন ৫:৩৯)। কিন্তু এই একই শাস্ত্রাংশে, যীশু ফরীশীদের প্রশ্ন করে বলেছিলেন, “কারণ যদি তোমরা মোশিকে বিশ্বাস করিতে, তবে আমাকেও বিশ্বাস করিতে, কেননা আমারই বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার লেখায় যদি বিশ্বাস না কর, তবে আমার কথায় কিরূপে বিশ্বাস করিবে?” (৪৬-৪৭ পদ)। খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের পড়, আমরা তাঁকে ইন্মায়ুয়ের পথে চলতে-চলতে তাঁর দুইজন শিষ্যের সাথে কথা বলতে দেখেছি, এবং তাদের সাথে যীশুর সাক্ষাতের কথাগুলি আমরা পড়ি। সেখানে লেখা আছে, “পরে তিনি [অর্থাৎ যীশু] মোশি হইতে ও সমুদয় ভাববাদী হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় শাস্ত্রে তাঁহার নিজের বিষয়ে যে সকল কথা আছে, তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন” (লুক ২৪:২৭)। পরবর্তী সময়ে, একই শাস্ত্রাংশে (লুক ২৪), লেখা আছে, “পরে তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে আমি তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলাম, আমার সেই বাক্য এই, মোশির ব্যবস্থায় ও ভাববাদিগণের গ্রন্থে এবং গীতসংহিতায় আমার বিষয়ে যাহা যাহা লিখিত আছে, সে সকল অবশ্য পূর্ণ হইবে” (পদ ৪৪)। সুতরাং, আপনি যদি প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে প্রেম করেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই পুরাতন নিয়মকে প্রেম করতে হবে।

পুরাতন নিয়ম শুধুমাত্র কয়েকটি আকর্ষণীয় কাহিনীর একটি সংকলন নয়, এবং এটিকে কয়েকটি নৈতিক পাঠের একটি তালিকা বলে সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে না। এর প্রধান বিষয়বস্তু খ্রীষ্ট ও তাঁর পরিব্রাণের কাজকে ঘোষণা করে, যা তিনি তাঁর লোকদের জন্য দিয়ে থাকেন, যা বর্তমানে প্রত্যেক খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীর কাছে পুরাতন নিয়মের প্রাসঙ্গিকতাকে প্রদর্শন করে। উদাহরণ স্বরূপ, দেখুন কীভাবে পৌল পুরাতন নিয়ম ও খ্রীষ্ট এবং নতুন নিয়মের পরজাতীয় বিশ্বাসীদের মাঝে একটি সংযোগ তৈরি করেন। তিনি গালাতীয় মণ্ডলীকে বলেন, “আর তোমরা যদি খ্রীষ্টের হও, তবে সুতরাং অব্রাহামের বংশ, প্রতিজ্ঞানুসারে দায়াদিকারী” (গালাতীয় ৩:২৯)। পরবর্তী লেকচারগুলিতে এই বিষয়টিকে আমরা আরও বিশ্লেষণ করবো। এই ক্ষেত্রেই পিতর কী বলেছিলেন তা ভাবুন। তিনি বলেছেন, “সেই পরিব্রাণের বিষয় ভাববাদিগণ সযত্নে আলোচনা ও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাঁহারা তোমাদের জন্য নিরূপিত অনুগ্রহের বিষয়ে ভাববাণী বলিতেন। তাঁহারা এই বিষয় অনুসন্ধান করিতেন, খ্রীষ্টের আত্মা, যিনি তাঁহাদের অন্তরে ছিলেন, তিনি যখন খ্রীষ্টের জন্য নিরূপিত বিবিধ দুঃখভোগ ও তদনুবর্তী গৌরবের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছিলেন, তখন তিনি কোন্ ও কি প্রকার সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কাছে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল যে, তাঁহারা আপনাদের জন্য নয়, কিন্তু তোমাদেরই জন্য ঐ সকল বিষয়ের পরিচারক ছিলেন; সেই সকল বিষয় যাঁহারা স্বর্গ হইতে প্রেরিত পবিত্র আত্মার গুণে তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা এখন তোমাদিগকে জ্ঞাত করা গিয়াছে; আর স্বর্গদূতেরা হেঁট হইয়া তাহা দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন” (১ পিতর ১:১০-১২)।

কিছুক্ষণ এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন। পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা যদি নিজে থেকে নির্ভার সাথে সেই পরিব্রাণের সময়কাল নিয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন, যা খ্রীষ্টেতে পাওয়া যায়, তাহলে আমাদের কতটা না বেশি পুরাতন নিয়মের অধ্যয়ন করা উচিত প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরিব্রাণ সম্বন্ধে জানার জন্য, বিশেষ ভাবে এখন যখন আমরা সেইগুলিকে নতুন নিয়মের পূর্ণতার আলোকে পড়তে পারি? মহান প্রটেস্ট্যান্ট রিফরমার, মার্টিন লুথার, সঠিক ভাবে এই সারাংশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “সুতরাং, যে ব্যক্তি সঠিক ভাবে ও উপকৃত হওয়ার জন্য শাস্ত্র পড়বে, সে যেন সুনিশ্চিত করে যে সে সেই শাস্ত্রে খ্রীষ্টকে খুঁজে পেয়েছে। তাহলে সে অব্যর্থ ভাবে অনন্ত জীবন পাবে। অপর দিকে, আমি যদি মোশির ও ভাববাদীদের লেখাগুলিকে অধ্যয়ন না করি ও বুঝতে না পারি, যে খ্রীষ্ট স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিলেন আমার পরিব্রাণের নিমিত্তে, মানুষ হলেন, কষ্টভোগ করলেন, মারা গেলেন, পুনরুত্থিত হলেন এবং স্বর্গে নিত হলেন, এবং আমি যদি তাঁর মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলিত হওয়ার বিষয়টিকে, আমার সকল পাপের ক্ষমাকে, অনুগ্রহকে, ধার্মিকতাকে ও অনন্ত জীবনকে উপলব্ধি করতে না পারি, তাহলে আমার শাস্ত্রপাঠ আমার পরিব্রাণে কোন ভাবেই সাহায্য করবে না”। এটাই আমাদের অন্তিম প্রধান বিষয়ে নিয়ে আসে

- “বাইবেলীয়”, এবং এটি এই পাঠ্যক্রমের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আমাদের উদ্ধার সম্বন্ধে বাইবেলীয় ইতিহাস নিয়ে এক মুহূর্তের জন্য ভাবতে হবে। ঈশ্বর একযোগে তাঁর প্রকাশের চূড়ান্ত বিষয়টি প্রকাশ করেননি। তিনি আদিপুস্তক থেকে শুরু করে, সুসমাচার থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত বাইবেলের ইতিহাস জুড়ে ধারাবাহিক সময়ের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বর তাঁর লোকদের পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য বেছে নিয়েছিলেন উদ্ধারের ইতিহাসের মাধ্যমে, কেবল একটিমাত্র বৃহৎ কর্মের মাধ্যমে নয়। উদ্ধারের ইতিহাস, বা যাকে আমরা পরিত্রাণের ইতিহাস বলতে পারি, তা হল খ্রীষ্টে তাঁর লোকদের উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনার ক্রমশ উদ্ঘাটন, আদিপুস্তক থেকে শুরু করে এবং ঐতিহাসিক কাজগুলির অগ্রগতির মাধ্যমে, যা খ্রীষ্টের আগমন এবং নতুন নিয়মের পূর্ণ আলোর দিকে পরিচালিত করে তাঁর ব্যক্তি এবং তাঁর কাজের ব্যাখ্যা। ঠিক ঈশ্বর যেমন শাস্ত্রের লেখক, তেমনি ঈশ্বরও সার্বভৌম যিনি বাইবেলে লিপিবদ্ধ ইতিহাসের আদেশ ও নির্দেশনা দিয়েছেন। ইতিহাস হল তাঁর গল্প। আমাদের কাছে বাস্তব এবং সত্য ঘটনার একটি অনুপ্রাণিত রেকর্ড রয়েছে যেখানে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

ঈশ্বরের পরিত্রাণের উদ্ঘাটন কালানুক্রমিকভাবে বৃহত্তর এবং আরও বৃহত্তর ভাবে স্পষ্টতার সাথে উন্মোচিত হয়েছে, আরও পূর্ণতা সহকারে একটি সময়কাল ধরে, যা সম্পূর্ণ বাইবেল জুড়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমাদের জন্য এর অর্থ কি? এর অর্থ হল যে আমাদের যে কোনও প্রদত্ত অনুচ্ছেদ বা কোনও প্রদত্ত বাইবেলের কাহিনীকে সামগ্রিকভাবে শাস্ত্রের সম্পূর্ণ বার্তার সাথে সম্পর্কিত করতে হবে। আমাদের অবশ্যই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তি এবং কাজের সাথে পুরাতন নিয়মের সমস্ত অংশের সম্পর্ক, আর এর পরিণাম হিসেবে, খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের সাথে এর সম্পর্ককে দেখতে হবে। সুতরাং, এই পাঠ্যক্রমটি বাইবেলের উদ্ধারের ইতিহাস, খ্রীষ্টে ঈশ্বরের উদ্ঘাটন এবং সমগ্র বাইবেলের মাধ্যমে তাঁর পরিত্রাণের অধ্যয়ন করে। আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে, খ্রীষ্টের মধ্যে প্রকাশিত ঈশ্বর সম্বন্ধে এবং খ্রীষ্ট তাঁর লোকদেরকে তাদের পাপ থেকে বাঁচানোর জন্য কী করেছিলেন সে সম্পর্কে শিখি।

কিন্তু এখন, আসুন ১ রাজাবলি ১০ এবং ২ বংশাবলি ৯ অধ্যায়ে শিবা রাণী এবং শলোমনের মধ্যে সাক্ষাৎকার সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নগুলিতে ফিরে যাই কারণ এটি আমাদের ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করবে যে আমরা ঈশ্বরতত্ত্ব এবং বাইবেল এবং ইতিহাস সম্পর্কে যা কিছু বলেছি তা কীভাবে এই নির্দিষ্ট উদাহরণে প্রযোজ্য। শিবা রাণী এবং শলোমনের এই গল্প থেকে আমরা কী করব? বাইবেলে এটি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কী ছিল? আমরা কিভাবে এর বার্তা বুঝতে পারি? এটি কিভাবে আমাদের সাথে সম্পর্কিত? শিবা রাণী এবং রাজা শলোমন কীভাবে আমাদের সাথে সম্পর্কিত? আমরা এই লেকচারে যাকিছু শিখেছি তা প্রয়োগ করে, অন্যান্য শাস্ত্রাংশগুলি এটিকে খুলতে সাহায্য করে এবং দেখায় যে এটি কীভাবে খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্কিত এবং এই ভাবে, খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের সাথে। এই উদাহরণটি দেখায় যে এই পাঠ্যক্রমটি কীভাবে আপনার বাইবেল অধ্যয়ন করার জন্য আপনাকে সাহায্য করবে।

সুতরাং, আপনি যদি ১ রাজাবলি ১০ অধ্যায়ে ফিরে যান, শিবা রাণী রাজা শলোমনের খ্যাতি সম্বন্ধে দূর থেকে শুনেছিলেন। তিনি যিরূশালেমে এসেছিলেন। তিনি তার প্রজ্ঞা নিজের চোখে দেখেছিলেন। তিনি তার প্রপ্নের উত্তর রাজার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তিনি তার বাড়ি, খাওয়া-দাওয়া এবং তার সমস্ত প্রাচুর্য দেখেছিলেন। তিনি রাজার দাসদের উপর আশীর্বাদ দেখেছিলেন, এবং তিনি সদাপ্রভুর ভবন দেখেছিলেন। কিন্তু ১ রাজাবলি ১০ অধ্যায়ে রাণীর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করুন। আপনি যদি ৫ পদের শেষে দেখেন, সেখানে লেখা আছে, “এই সকল দেখিয়া হতজ্ঞান হইলেন”। ইংরাজি বাইবেলে লেখা আছে “spirit”, যেটাকে ইব্রীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয় “নিঃশ্বাস”, যে নিঃশ্বাস আমাদের নাসিকা দিয়ে বাহির হয়। আরেক কথায়, ১ রাজাবলি ১০:৫ পদে, যেটা বলতে চাওয়া হয়েছে, সেটা হল যে রাণী শলোমনের সবকিছু দেখে, শলোমন থেকে যা কিছু শুনেছেন, সেই সবকিছু তাকে হতজ্ঞান করেছিল। আপনি যদি আরও পড়তে থাকেন, ৭ পদে লেখা আছে, “কিন্তু” (রাণী এই কথাগুলি বলেন)। “কিন্তু আমি যাবৎ আসিয়া স্বচক্ষে না দেখিলাম, তাবৎ সেই কথায় আমার বিশ্বাস হয় নাই; আর দেখুন, অন্ধকণ্ড আমাকে বলা হয় নাই; আমি যে খ্যাতি শুনিয়াছিলাম, তাহা হইতেও আপনার জ্ঞান ও মঙ্গল অধিক”, রাণী বললেন। সুতরাং, ৮ পদে লেখা আছে, “খন্য আপনার এই দাসেরা”। ৯ পদে লেখা আছে, “খন্য আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি আপনাকে ইস্রায়েলের সিংহাসনে বসাইবার জন্য আপনার প্রতি সম্ভ্রষ্ট হইয়াছেন; সদাপ্রভু ইস্রায়েলকে চিরকাল প্রেম করেন, এই জন্য বিচার ও ধর্ম প্রচলিত করিতে আপনাকে রাজা করিয়াছেন”।

সুতরাং, আপনি দেখতে পেলেন যে এটি কোন বিচ্যুত কাহিনী নয়। এটি ইতিহাস জুড়ে ঈশ্বরের উদ্ধারের পরিকল্পনার বৃহৎ প্রেক্ষাপটের মধ্যে নিজেকে রাখে। সেই কারণে, আমাদেরকে বিন্দুগুলিকে জুড়তে হবে যদি আমরা সম্পূর্ণ বাইবেল থেকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে চাই। তাই, আমরা শুরু করি দায়ূদকে করা ঈশ্বরের এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে দায়ূদের বংশধর চিরকালের জন্য তাঁর সিংহাসনের উপর রাজত্ব করবেন। এই পাঠ্যক্রমে, পরবর্তী সময়ে আমরা এটি নিয়ে আরও আলোচনা করবো, কিন্তু আপনাকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা লাভ করেছিল খ্রীষ্টে। উদাহরণ স্বরূপ, যিশাইয় ১১:১ পদে, আমরা খ্রীষ্টের সম্বন্ধে একটা ভবিষ্যদ্বাণী দেখতে পাই। সেখানে লেখা আছে, “আর যিশয়ের গুঁড়ি হইতে এক পল্লব নির্গত হইবেন, ও তাহার মূল হইতে উৎপন্ন এক চারা ফল প্রদান করিবেন”। এখন আপনি নতুন নিয়মের পৃষ্ঠা খুলুন, এবং সেখানে বাইবেলের অন্তিম দিকে, প্রকাশিত বাক্য ২২ অধ্যায়ে খ্রীষ্ট নিজের সম্বন্ধে বলেছেন, “আমি দায়ূদের মূল ও বংশ, উজ্জ্বল প্রভাতীয় নক্ষত্র”

(প্রকাশিত বাক্য ২২:১৬)। স্মরণ করুন সেই ঘটনাটি, যেখানে স্বর্গদূত মরিয়মের কাছে দেখা দিয়েছিলেন। সেখানে আমাদের বলা হয়েছে, “তিনি মহান হইবেন, আর তাঁহাকে পরাৎপরের পুত্র বলা যাইবে; আর প্রভু ঈশ্বর তাঁহার পিতা দায়ূদের সিংহাসন তাঁহাকে দিবেন” (লুক ১:৩২)। পরবর্তী সময়ে, পঞ্চশতমির দিনে প্রচার করার সময়ে বলেছিলেন, “ভ্রাতৃগণ, সেই পিতৃকুলপতি দায়ূদের বিষয়ে আমি তোমাদিগকে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন এবং কবরপ্রাপ্ত হইয়াছেন, আর তাঁহার কবর আজ পর্যন্ত আমাদের নিকটে রহিয়াছে। ভাল, তিনি ভাববাদী ছিলেন, এবং জানিতেন, ঈশ্বর দিব্যপূর্বক তাঁহার কাছে এই শপথ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ঔরসজাত এক জনকে তাঁহার সিংহাসনে বসাইবেন” (প্রেরিত্ব ২:২৯-৩০)। আমরা এটি নতুন নিয়মে বারংবার দেখতে থাকবো।

রোমীয় ১ অধ্যায়ে রোমীয়দের উদ্দেশ্যে পৌল এই বিষয়টি সম্বন্ধে লিখেছিলেন। সেই কারণে, শলোমন ছিলেন দায়ূদের পুত্র এবং তার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, কিন্তু শলোমন দায়ূদের সেই মহান বংশধরের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন যিনি আসতে চলেছিলেন: প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, যিনি হয়ে উঠবেন রাজাদের রাজে, এবং যার অনন্তকালীন রাজ্য অন্যান্য সকল রাজ্যের উর্ধ্বে উঠবে। শলোমনের শান্তির রাজত্ব শান্তির রাজের রাজত্বের কাছে চাপা পড়ে যাবে। আপনি এটিকে গীতসংহিতা ৭২ অধ্যায়ের সাথে তুলনা করুন। এই গীতের শিরোনাম হল “শলোমনের গীত”। আপনি লক্ষ্য করবেন যে এই গীতে শিবা রাণীর উল্লেখ আছে ১০ ও ১৫ পদে, কিন্তু আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে এই গীতটি খ্রীষ্টের মহিমাময় রাজত্ব এবং খ্রীষ্টের আগত রাজ্যের মধ্যে দিয়ে এর পূর্ণতার দিকে ইঙ্গিত করছে, যেটা, সেই গীতের শব্দগুলির কথায়, “তিনি এক সমুদ্র অবধি অপর সমুদ্র পর্যন্ত, ঐ নদী অবধি পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত কর্তৃত্ব করিবেন” (৮ পদ)। ১৭-১৯ পদে, এই গীতের শেষে, খ্রীষ্টের একটি রোমাঞ্চকর বর্ণনা পড়ুন, যেখানে এই কথাগুলি লেখা দ্বারা শেষ করা হয়েছে, “তাঁহার গৌরবান্বিত নাম অনন্তকাল ধন্য; তাঁহার গৌরবে সমস্ত পৃথিবী পরিপূর্ণ হউক। আমেন, আমেন”।

এখন যখন আমরা নতুন নিয়মে ফিরি, এই সমস্ত কিছু এখানে একসঙ্গে নিয়ে আসা হয়েছে। খ্রীষ্ট স্বয়ং এই কথাগুলি বলেছেন, “দক্ষিণ দেশের রাণী”, অর্থাৎ শিবা রাণীর কথা বলে হয়েছে। “দক্ষিণ দেশের রাণী বিচারে এই কালের লোকদের সহিত উঠিয়া ইহাদিগকে দোষী করিবেন”, কেন? “কেননা শলোমনের জ্ঞানের কথা শুনিবার জন্য তিনি পৃথিবীর প্রান্ত হইতে আসিয়াছিলেন; আর দেখ, শলোমন হইতেও মহান এক ব্যক্তি এখানে আছেন” (লুক ১১:৩১), এখানে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং, এটি হল উদ্ধারের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা। সম্পূর্ণ বাইবেল হল খ্রীষ্টে ঈশ্বরের প্রকাশ এবং সুসমাচার ও পরিব্রাজনের বার্তা। তাহলে, শান্তির বাকি অংশ থেকে তত্ত্বজ্ঞান সংগ্রহ করে এবং বাইবেলের ইতিহাসে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের বৃহৎ চিত্রটিকে দৃষ্টির সামনে রেখে, আমরা ১ রাজাবলি ১০ অধ্যায়ে ফিরে যাই। আর যখন আমরা ১ রাজাবলি ১০ অধ্যায়ে ফিরে যাই, আমরা খ্রীষ্ট ও তাঁর রাজ্যের বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার আশা নিয়ে ফিরে যাই। আমরা যেন অবশ্যই ১ রাজাবলি ১০ অধ্যায়ের অংশটি পড়ি, এবং সুসমাচারের পরিচয়কারীরা যেন অবশ্যই এই অংশটি প্রচার করে আত্মিক বাস্তবিকতার আলোকে।

ঈশ্বর আমাদের শান্তির সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা, খ্রীষ্ট যীশুকে দিয়েছেন, যাঁর মধ্যে শলোমনের চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞান ও জ্ঞানের সমস্ত ভান্ডার লুকিয়ে আছে। আমাদের, তাঁর সৃষ্টি হিসেবে, তাঁর জ্ঞান শুনতে যেমন তাঁর বাক্যে পাওয়া যায়, এবং তাঁর ব্যক্তি এবং তাঁর রাজ্যের মহিমা দেখতে এবং জানতে অনেক দূর থেকে আসতে হবে। আমরা যদি তা করি, তাহলে এটি সত্যিই আমাদের হতজ্ঞান করবে। অবশেষে, যখন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা এই রাজাকে দেখতে, ত্রাণকর্তাকে দেখতে স্বর্গে পৌঁছবে, তখন আমরা শিবা রাণীর সাথে বলব যে অর্ধেকটা আমাদের বলা হয়নি, যেহেতু তিনি, খ্রীষ্ট, আমাদের সমস্ত প্রত্যাশা অতিক্রম করবেন। সুতরাং, খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের জন্য, এই রাজার সেবক হওয়া সবচেয়ে আশীর্বাদপূর্ণ এবং সবচেয়ে সুখী পদ এবং পেশা। খ্রীষ্টকে তাঁর সিংহাসনে বসানোর জন্য এবং তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রকাশ করার জন্য আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা করা উচিত। আপনি কি এটি দেখতে পাচ্ছেন? আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন যে ১ রাজাবলি সম্পূর্ণ ভাবে খ্রীষ্টের বিষয়ে বলে? সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর মুক্তি সম্পর্কে বলে? তাঁর রাজ্য এবং তাঁর লোকদের জন্য প্রবাহিত আশীর্বাদ সম্পর্কে সমস্ত কিছু বলে? সুতরাং, এটি আজকের খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীদের জন্য অতিরিক্ত ভাবে প্রাসঙ্গিক। আমি এই বক্তৃতার শুরুতে যেমন বলেছিলাম, এই পাঠ্যক্রমটি আমাদের বাইবেল অধ্যয়নে আমাদের সাহায্য করতে কী প্রদান করে, তা বোঝানোর জন্য এটি একটি উদাহরণ। এই বক্তৃতাগুলির বাকি অংশে, উদ্ধারের ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে গমন করতে-করতে আমরা বাইবেলের ঈশ্বরতত্ত্বকে অন্বেষণ করবো, আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায়গুলি দিয়ে শুরু করে এবং প্রকাশিত বাক্যের অধ্যায় ২১ এবং ২২-এ ইতিহাসের আসন্ন সমাপ্তির সাথে শেষ করবো।